দৈনিক বাংলার বাণী 76

তারিখ 2? JUL 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

## ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ।। মিছিল বিক্ষোভ সংঘর্ষ

# ৩টি বাদে সকল ছাত্র সংগঠনের ডাকসু নির্বাচন বর্জন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দেশের প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলো আগামী ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন বর্জন করেছে। গতকাল শনিবার ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ সময়সীমা ছিলো। তিনটি ছাত্র সংগঠন ছাড়া অন্যান্য সকল ছাত্র সংগঠনই মনোনয়নপত্র জমাদান থেকে বিরত থেকে নির্বাচন বর্জন করেছে। নির্বাচন বর্জনের কারণ হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিকে অনুপযোগী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছে, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্রমাগত বহিরাগত সন্ত্রাসীদের পদভারে ক্যাম্পাস নির্বাচনের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ক'টি ছাত্র সংগঠন অভিযোগ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত সন্ত্রাসীরা অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্যাম্পাসকে আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

শেষ পৃঃ ১-এর কলামে

# ডাকসু নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যে কোন সময় ভয়াবহ সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে। ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ডাকসু নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। এদিকে গতকাল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্র শিবির, ইসলামী ছাত্রসেনা এবং ছাত্র বাংলা পরিষদ নামে একটি সংগঠনসহ চারটি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছে।

গতকাল দুপুর দু'টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়সীমা ছিলো। নির্বাচন বর্জন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ-অ) সকাল ১১টায় ক্যাম্পাসে প্রথম মিছিল বের করে। মিছিল শেষে কলাভবনের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি শাহে আলম বলেন, বর্তমান সরকার ভিসিকে দিয়ে ডাকসুকে সরকারীকরণের চেষ্টা করছে। বহিষ্কৃত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে এনে নির্বাচনের পরিবেশকে ক্ষুণ্ন করেছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের পুনঃভর্তি ছাড়া এ নির্বাচন হবে না। তিনি সকল গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনকে ডাকসু নির্বাচন বর্জনের আহবান জানান। সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল তার ভাষণে বলেন, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের পদভারে ক্যাম্পাস আবার কলংকিত হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা নির্বাচনে যেতে পারি না।

গতকাল সারাদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিলো চরম উত্তেজনাকর। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সকাল বিকেল নির্বাচন বর্জনের আহবান জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। বিকেলে ছাত্রলীগ (আ-অ) টিএসসি এলাকায় নির্বাচন বর্জনের আহবান জানিয়ে একটি বিরাট মিছিল বের করে। এছাড়াও ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও মিছিল বের করে ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (না-শ), ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র সমিতি। ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষণে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি নয়। কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে আশ্রয় দিয়ে স্বৈরাচার আমলের অবস্থা ফিরিয়ে এনে নির্বাচনকে সরকারীকরণের চিন্তা-ভাবনা করছে। যতদিন না পর্যন্ত অস্ত্রধারীদের ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কৃত এবং ছাত্রনেতাদের ভর্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেয়া হবে ততদিন পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন হতে পারে না।

গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে তীব্র উত্তেজনা ও ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। দুপুরে বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল নিয়ে এক সংঘর্ষে হেফাউদ্দিন চৌধুরী নামে ছাত্রদলের হলনেতা আহত হন। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচন বর্জন করা ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে একটি বৈঠক করার আহবান জানিয়েছিলেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এতে সাড়া দেয়নি। রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সিণ্ডিকেডের একটি সভা চলছিল। একটি সূত্র জানায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্যে যে চারটি ছাত্র সংগঠন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে সেগুলো থেকে বৈধ প্রার্থীদের বাছাই কাজও শুরু হয়েছে। ছাত্রদলের দাখিলকৃত মনোনীত ডাকসু প্রার্থীরা হচ্ছেন ঃ সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম জুগলু, সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এবং এজিএস হচ্ছে আলী আক্কাস নাদিম। ছাত্র শিবির থেকে মফিজুল আলম হেলালকে ভিপি ও আমিনুর রহমানকে জিএস পদে মনোনয়ন দেয়াহয়েছে।

গতকাল রাতে ছাত্রলীগ সভাপতি শাহে আলম ও সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এক বিবৃতিতে বলেন, বিভিন্ন হত্যা ও সন্ত্রাসের নায়ক ও ক্যাম্পাসে অতীতে হত্যার নায়কদের পুনরায় স্থান দেয়া হয়েছে। ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে ঢুকিয়ে নির্বাচনের পরিস্থিতিকে অনুপযোগী করে তোলা হয়েছে। ৯টি ছাত্র সংগঠন যথাক্রমে ছাত্রমৈত্রী, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রঐক্য ফোরাম, ছাত্র সমিতি, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (সা-সা), ছাত্র ফেডারেশন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ গতকাল রাতে এক যুক্ত বিবৃতিতে ডাকসু নির্বাচনের কথা জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ অনুকূলে এনে নতুন তারিখ ঘোষণার দাবি জানান। এছাড়াও জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ডাকসু নির্বাচন বর্জনের কথা ঘোষণা করেছেন।